পুকুরের ঘাট বাঁধায়:
গাংগুরিয়া ইউনিয়নের ডাহুকী গ্রামের নয়াপুকুরে পুকুর ঘাট এবং বড়গুদইল মাজিন্দরাপুর পুকুরে প্রটেকশন ওয়ালের সহিত পুকুর ঘাট স্থাপন করা হয়েছে। উভয় ঘাটের দৈর্ঘ্য ১৬*৭.৫ ফুট এবং প্রটেকশন ওয়ালের দৈর্ঘ্য ৩৭ ফুট।

প্যারাসাইট ওয়াল নির্মান:
গাংগুরিয়া ইউনিয়নের কোঁচপাড়া গ্রামের একটি পুকুরের পাড়ের মাটি ক্ষয়রোধকল্পে প্যারাসাইট ওয়াল নির্মানের কার্যক্রম সমাপ্ত করা হয়। প্যারাসাইট ওয়ালের দৈর্ঘ্য ৭০ ফুট,প্রস্থ্য ১ ফুট ও উচ্চতা ৬.৫ ফুট।

ওয়ার্ডসভা ঃ
পোরশা উপজেলার গাংগুরিয়া ইউনিয়নের সহিত সিবিএ -এলজি প্রকল্পের চুক্তি মোতাবেক ২০১১-২০১২ অর্থবছরে জনঅংশগ্রহণমূলক পরিকল্পনা ও বাজেট প্রণয়ণের লক্ষ্যে ডেনমার্ক দূতাবাস ও একশনএইড বাংলাদেশের অর্থায়নে দাবী মৌলিক উন্নয়ন সংস্থার সহযোগীতায় ৪নং গাংগুরিয়া ইউনিয়ন পরিষদ ওয়ার্ড ভিত্তিক ওয়ার্ড সভার আয়োজন করেন। গত ১৬/১০/১১ইং হতে ২২/১০/১১ইং তারিখ পর্যন্ত ৯টি ওয়ার্ডের ওয়ার্ড সভা শেষে সমস্যার অগ্রাধিকারকরণ সহ বিভিন্ন পেশাজীবি,সরকারী সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান ও এনজিও প্রতিনিধিদের মতামত নেয়া হয় এবং বাজেট প্রসঙ্গে জনগনের মতামত গ্রহনের জন্য ৭ দিন ব্যাপী উন্মুক্ত স্থানে ঝুলিয়ে রাখা হয় অতঃপর জনগনের মতামতের ভিত্তিতে ২৬/০১/২০১২ইং তারিখে ২০১১-২০১২ অর্থবছরে বাজেট ঘোষনা করা হয়।

বাজেট ঘোষনা ঃ
২৬/০১/২০১২ ইং তারিখে দাবী,একশনএইড যৌথ সহযোগীতায় পোরশা উপজেলার ৪নং গাংগুরিয়া ইউনিয়ন পরিষদ ২০১১-২০১২ইং অর্থ বছরের সংশোধীত উন্মুক্ত বাজেট ঘোষণা করেন। উক্ত বাজেট ঘোষনা সভায় উপস্থিত ছিলেন প্রধান অতিথি হিসাবে পোরশা উপজেলা চেয়ারম্যান জনাব মোঃ তবিবুর রহমান শাহ ,বিশেষ অথিতি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম সেলিম ও সহকারী কমিসনার (ভূমি) মোঃ সাইদুজ্জামানএবং দাবী মৌলিক উন্নয়ন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক এম.এম আকরাম হোসেন। উক্ত বাজেট ঘোষনায় সভাপতিত্ব করেন ৪নং গাংগুরিয়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান জনাব আনারুল ইসলাম। উক্ত বাজেট ঘোষনায় ৪নং গাংগুরিয়া ইউনিয়নের সকল শ্রেণীর জনগন উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিত জনগনের সামনে ২০১১-২০১২ ইং অর্থ বছরের বাজেট বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন ইউপি চেয়ারম্যান। ইউপির আয়ের খাত ব্যায়ের খাত এবং ভবিষ্যত করনীয় বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। উপস্থিত অতিথিগন প্রত্যেকেই বাজেট ঘোষণায় নিজ নিজ বক্তব্য প্রকাশ করেনএবং উপস্থিত জনগনের মাঝে বাজেটের লিফলেট বিতরন করেন।

পাবলিক হিয়ারিং ঃ
গত ২২-০২-২০১২ ইং তারিখে গাংগুরিয়া ইউনিয়ন পরিষদ কোড়ন্দা স্কুল মাঠে এবং ২৫-০২-২০১২ ইং তারিখে গনেশপুর আদি বাসি পাড়ায় দাবী একশনএইড বাংলাদেশের আর্থিক সহায়তায় স্থানীয় জনগনের সাথে ২০১১-২০১২ অর্থ বছরের মধ্যমেয়াদি বাজেটের পর্যালোচনা ,ওয়ার্ড পর্যায়ে গনশুনানী করেন।

গাংগুরিয়া ইউনিয়ন পরিষদে কাজের অগ্রগতি ঃ

গাংগুরিয়া ইউনিয়ন পরিষদের পরিকল্পনা অনুযায়ী ০৪/১২/২০১১ ইং তারিখে বাস্তবায়ন কমিটির মিটিং অনুষ্ঠিত হয়। মিটিং এর সিদ্ধান্ত মোতাবেক কুয়া, টিউবওয়েল,ল্যাট্রিন স্থাপনের জন্য টেন্ডারের মাধ্যমে ইউপি চেয়ারম্যান কার্যাদেশ প্রদান করেন।

কুয়া স্থাপনঃ পোরশা উপজেলার গাংগুরিয়া ইউনিয়নের ৮ নং ওয়ার্ডের গনেশপুর লক্ষী মন্দিরের পাশে ১৮/১২/২০১১ ইং তারিখে কুয়া খননের কার্যক্রম শুরু হয় এবং ০২/০১/২০১২ ইং তারিখে কুয়া খননের কার্যক্রম শেষ হয়। কুয়ার গভীরতা হয় ৬৯ফুট। এরপর কুয়ার ছাউনি ও প্লাটফর্ম নির্মানের কাজ শেষ হয়। ফলে বর্তমান ৩৪টি পরিবার ১৪৯ জন লোক সারা বছর পরিস্কার পানি পান করছে এবং গোসল ও গৃহস্থলীর কাজে ব্যবহার করতে পারছে।

টিউবওয়েল স্থাপনঃ ৬নং ওয়ার্ডে পলাশবাড়ী গ্রামে ২টি কোড়ন্দা বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ১টি এবং নাকড়ামাড়ী গ্রামে ১টি টিউবওয়েল স্থাপন করা হয়। টিউবওয়েল ৪টির হাউজিং হয় ১৩০ ফুট। এরপর টিউবওয়েলের গোড়া বাধাঁয়ের জন্য ৪.৫ ফিট প্রস্থ এবং দৈর্ঘ্য ৫.৫ ফিট বিশিষ্ট প্লাটফর্ম তৈরীর কাজ সমাপ্ত হয়। কোড়ন্দা বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ১০০ জন ছাত্র ও শিক্ষক সহ ৯টি পরিবারে ৩৩ জন মোট ১৩৩ জন লোক এবং পলাশবাড়ী গ্রামে ৩টি টিউবওয়েলে ৩৫টি পরিবারের মোট ১৯৫ জনলোক সারাবছর পরিস্কার পানি পান করছে এবং গোসল ও গৃহস্থলীর কাজে ব্যবহার করতে পারছে।

ল্যাট্রিন স্থাপনঃ ল্যাট্রিন স্থাপনের জন্য সুফলভোগী নির্বাচন করা হয়। ৬ ও ৭ নং ওয়ার্ডের বাহারোল এবং পশ্চিম দেউলিয়া ২টি গ্রামে ১০০% ল্যাট্রিন স্থাপন নিশ্চিত হয়েছে। ৭ নং ওয়ার্ডে নতুন করে আবারো ৪১ সেট ল্যাট্রিন আমদা গ্রামের জন্য স্থাপন করা হয়েছে।

বৃক্ষরোপণ কর্মসূচী ঃ গাংগুরিয়া ইউনিয়নে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে রাস্তার পাশে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচীর কাজ বর্তমানে চলমান রয়েছে। উক্ত কর্মসূচীর আওতায় গনেশপুর আদিবাসী পাড়ায় ৮০ টি,গাংগুরিয়া হতে বাহারোল গ্রামের সংযোগ সড়কের বাঁকি রাস্তায় ১০০

সিবিএ-এলজি প্রকল্পের মূল কার্যক্রম :

সিসিএ-ডি আর আর প্রকল্পের ধারাবাহিকতায় প্রাপ্ত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা দিয়ে তৈরী নতুন এই প্রকল্পটি "বাংলাদেশে স্থানীয় সরকারের সহযোগীতায় সমাজ ভিত্তিক অভিযোজন উন্নীতকরণ (সিবিএ-এলজি) প্রকল্পটি জানুয়ারী ২০১১ সালে শুরু হয়েছে এবং জুলাই/ ২০১২ সালে শেষ হবে। এই প্রকল্পটি পরীক্ষা করার জন্য নওগাঁ জেলার পোরশা উপজেলার গাঙ্গুরিয়া ইউনিয়নকে নির্বাচন করা হয়েছে। প্রকল্পটিতে ইউনিয়ন পরিষদের ভুমিকাকে প্রাধান্য দেয়ার জন্য গাঙ্গুরিয়া ইউনিয়ন পরিষদ,দাবী এবং একশনএইড এর মধ্যে একটি ত্রিপক্ষীয় সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর হয়েছে।

১১.৪ স্থানীয় সরকারের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তন ঝুঁকি মোকাবেলা

দাবী একশন এইড এর আর্থিক সহযোগিতায় আরও একটি পরীক্ষামূলক প্রকল্প "বাংলাদেশে স্থানীয় সরকারের মাধ্যমে সমাজভিত্তিক অভিযোজন উদ্যোগ বৃদ্ধি" বাস্তবায়ন করার মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তন ঝুঁকি মোকাবেলা কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে।

আগের প্রকল্পের ধারাবাহিকতায় প্রাপ্ত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা দিয়ে তৈরি নতুন এই প্রকল্পটি জানুয়ারি ২০১১ সালে শুরু হয়েছে যা জুলাই-২০১২ সালে শেষ হবে। এই প্রকল্পটি পরীক্ষা করার জন্য নওগাঁ জেলার পোরশা উপজেলায় গাঙ্গুরিয়া ইউনিয়নকেই নির্বাচন করা হয়েছে প্রথমত উক্ত ইউনিয়ন চেয়ারম্যান এর আগ্রহ, দ্বিতীয়ত তিনিই স্থানীয়ভাবে পুনরায় নির্বাচিত চেয়ারম্যান যা প্রকল্পের ধারাবাহিকতা রক্ষার ক্ষেত্রে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে বলে মনে করা হয়েছে। প্রকল্পটিতে ইউনিয়ন পরিষদের ভূমিকাকে প্রাধান্য দেয়ার জন্য গাঙ্গুরিয়া ইউনিয়ন পরিষদ, দাবী এবং একশন এইড এর মধ্যে একটি ত্রিপক্ষীয় সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে।

প্রকল্পটিতে ছয়টি সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য রয়েছে যা হল (ক) সঙ্কটাপন্ন জনগোষ্ঠী বিশেষ করে নারীদের উন্নয়নের জন্য জলবায়ু সংবেদনশীল কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ইউনিয়ন পরিষদের দক্ষতা উন্নয়ন, (খ) জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে অভিযোজনের জন্য স্থানীয় জনগনের সক্ষমতা বৃদ্ধি, (গ) সমাজ ভিত্তিক অভিযোজন পদ্ধতি পরিচালনার জন্য স্থানীয় সরকারকে শক্তিশালী করা, (ঘ) স্থানীয় পর্যায়ে জলবায়ু বান্ধব বাজেট তৈরি করা, (ঙ) স্থানীয় সরকারের মাধ্যমে যুগোপযুগী অভিযোজন কৌশলের সমৃদ্ধি ও পুনরুদ্ধার, (চ) দরিদ্রবান্ধব অভিযোজন কৌশলের ব্যবহার ও অর্থায়নের জন্য স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের রাজনৈতিক ব্যক্তি ও নীতি নির্ধারকদের সচেতনতা বৃদ্ধি।

প্রকল্প বাস্তবায়ন করার জন্য ইউনিয়ন পরিষদকে প্রয়োজনীয় রসদ যেমন কম্পিউটারের একটি সিপিইউ, সচিবকে সার্বক্ষনিক সহায়তা করার জন্য একজন কর্মী, কিছু অর্থ বিশেষ করে সভা ও কর্মশালা যেমন ইউপি প্রতিনিধি সভা, ওয়ার্ড পর্যায়ে পরিকল্পনা ও বাজেট তৈরির কর্মশালা ইত্যাদি পরিচালনার জন্য অর্থ বরাদ্ধ করা হয়েছে।

ইউনিয়ন পরিষদ জিজিটি'র বিভিন্ন কার্যক্রম যেমন বিকল্প ফসল চাষের প্রদর্শনী, বিকল্প ফসলের আবাদ, বিপন্ন জনগোষ্ঠীর সক্ষমতা তৈরি এবং জলবায়ু পরিবর্তনে অভিযোজনযোগ্য স্থানীয় কৌশল সনাক্ত করার গবেষণা ইত্যাদিতে সহায়তা প্রদান করছে।

আলোচিত প্রকল্পটি স্থানীয় সরকারের নেতৃত্বে একটি সমাজভিত্তিক অভিযোজন পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করতে চায়। ধারণা করা হচ্ছে, এই পদ্ধতিটি কেবলমাত্র সঙ্কটাপন্ন জনগোষ্ঠীর সক্ষমতাই বৃদ্ধি করবে না বরং ভবিষ্যতে যাতে স্থানীয় সরকার এ ধরণের কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারে তার প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তিও তৈরি করবে।

ছবি-২০: উন্নয়ন পরিকল্পনায় জলবায়ু পরিবর্তনে অভিযোজনমূলক কর্মকান্ড অন্তর্ভুক্ত করার জন্য আয়োজিত একটি এডভোকেসি সভা

ছবি-২১: প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী স্থানীয় সরকারের কিছু নির্বাচিত প্রতিনিধি

ছবি-২২: জিজিটি সদস্যগণ গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য নিয়ে নিজেরা আলোচনা করছে